বিডিসিএসওপ্রসেস বার্ষিক সম্মেলনের ঘোষণাপত্র, অক্টোবর ২০২০

বার্ষিক সম্মেলনের সম্মানিত অতিথি, প্যানেল আলোচকবৃন্দ, এবং বিডিসিএসওপ্রসেস সদস্যগণের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে এই ঘোষণাপত্রটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

ক. ভূমিকা:

আমরা আমাদের **মুক্তিযুদ্ধের চারটি মূলচেতনার (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ) আলোকে** বিডিসিএসওপ্রসেসের **বার্ষিক সম্মেলন আয়োজন করতে যাচ্ছি। দ্বিতীয় বার্ষিক এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য স্বাধীন ও আত্মমর্যাদাশীল স্থানীয় সিএসও'র (সুশীল সমাজ সংগঠন) বিকাশ।** বর্তমান বাস্তবতা বিবেচনায় দ্বিতীয় এই বার্ষিক সম্মেলনটি হবে ভার্চুয়াল। আসন্ন বার্ষিক সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য স্বাধীন আত্ম-মর্যাদাশীল স্থানীয় সিএসও (সিভিল সোসাইটি সংগঠন) গড়ে তোলা। আমরা **স্থানীয় বা নিজস্ব সম্পদ একত্রিতকরণের** উপর জোর দিই, যা স্বাধীন এবং সার্বভৌম এনজিও / সিএসওগুলির মূল শক্তি।

বিডিসিএসওপ্রসেস গঠিত হয়েছে **গ্র্যান্ড বার্গেইন (জিবি-২০১৬), চার্টার ফর চেঞ্জ (সি৪সি-২০১৫) এবং অংশীদারিত্বের নীতিমালা (প্রিন্সিপাল অব পার্টনারশিপ-পিওপি ২০০৭)** চেতনার আলোকে, বিশেষত এই প্রক্রিয়া গ্র্যান্ড বার্গেইনের প্রতিশ্রুতির ৩টি মূল ধারার (স্ট্রিম) উপর গুরুত্বারোপ করে, এগুলো হলো- স্বচ্ছতা, স্থানীয়করণ এবং অংশগ্রহণ বিপ্লব (পার্টনারশিপ রেভ্যুলেশন)। ২০১৪ থেকে ২০১৯ সময়কালে দেশব্যাপী আলোচনা-পরামর্শ এবং জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্থানীয় এনজিওগুলো এসব গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক প্রক্রিয়াগুলোতে অংশগ্রহণ করে। এই বিষয়ে তৈরি করা হয়েছে বেশ কিছু দলিল। ২০১৭ সালের ১৯ আগস্ট বিস্তারিত দাবিসমৃদ্ধ একটি ঘোষণাপত্রসহ কিছু দলিল প্রকাশ করা হয়। ২০১৯ সালের ৬ জুলাই অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনে জবাবদিহিতার সনদ বা চার্টার অব একাউন্টেবিলিটি নামের একটি দলিল প্রকাশ করা হয়। এই দলিলের মাধ্যমে স্থানীয় এনজিও/সিএসওসমূহ নিজেদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিগুলো প্রকাশ করে। একই দিন প্রত্যাশার সনদ বা চার্টার অব এক্সপেকটেনশন নামের একটি দলিল প্রকাশ করা হয়। এই দলিলে সরকার, দাতা সংস্থা, জাতিসংঘের সংস্থা এবং আইএনজিওদের কাছে জাতীয়/এনজিওদের প্রত্যাশাগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

কোভিড ১৯ টি মহামারীর কারণে আমাদেরকে পুনর্বার জোর দিয়ে বলতে হচ্ছে যে, টেকসই/স্থায়িত্বশীল মানবিক কর্মসূচি ও উন্নয়নের যোগসূত্রের জন্য মৌলিক প্রয়োজন স্থানীয়করণ, **তথা স্থানীয় এনজিও/সিএসও-র নেতৃত্বপূর্ণ ভূমিকা।** আমাদের এই অবস্থান **আইএএসসি (ইন্টার এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি) প্রণীত কোভিড ১৯ পরবর্তী** স্থানীয়করণ সম্পর্কিত অন্তর্বর্তী নির্দেশিকা (মে ২০২০) **এবং দায়িত্ব-যত্ন এবং নমনীয়তার বিষয়ের বিভিন্ন ঘোষণা** দ্বারা সমর্থিত। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণের জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের রেজুলেশনের আওতায় গঠিত সর্বোচ্চ সংস্থা হলো এই আইএএসসি।

খ. সাধারণ প্রত্যাশা

১. একটি স্থিতিশীল সমাজের ভারসাম্যপূর্ণ তিনটি শক্তিশালী খাত থাকতে হবে, (১) জনসাধারণ / সরকার, (২) বেসরকারি / বাজার এবং (৩) নাগরিক সমাজ / সরকারের বাইরের সক্রিয় অংশীজন। **আমরা তৃতীয় খাতটির অংশ।** আমরা এই তৃতীয় খাতের বিকাশের লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল অংশীজনদের সমর্থন আশা করি।

২. আমরা **মানবাধিকারের ক্ষেত্রে সুশীল সমাজ সংগঠনগুলোর শক্তিশালী-সক্রিয় ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করি**। বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদানকারী এনজিওগুলোকে আমরা তাদের কার্যক্রমে অধিকার ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের জন্য জোর সুপারিশ করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, একটি টেকসই সমাজের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা হলো অধিকার এবং সেই অধিকার আদায়ের ক্ষমতা ও উপায়সমূহ সম্পর্কে সচেতনতা। আমরা এমন এনজিওগুলিকেও আমাদের এই প্রক্রিয়ার অংশ করতে চাই, যারা এখনো পুরোপুরি সুশীল সমাজ সংগঠন হয়ে উঠেনি। এজন্য আমরা এনজিও এবং সিএসও দুই ধরনের সংগঠনের কথা একসঙ্গে বলি।

৩. এনজিও / সিএসও-র ইতিহাস শুধুমাত্র বিদেশি সহায়তা নির্ভর একটি ইতিহাসই নয়, যদিও এনজিও-সিএসও বিকাশে বিদেশি সহায়তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। স্থানীয়করণ কেবল বিদেশি সহায়তা নির্ভর নয়। **স্থানীয়করণকে অবশ্যই স্থানীয় বা নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে।** কোভিড ১৯টি মহামারী এবং মহামারী পরবর্তী পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সময় লাগবে, এটাও অনুমেয় যে তৃতীয় বিশ্বের জন্য বৈদেশিক সাহায্য ক্রমশ কমে আসছে। এ কারণেই সিএসওগুলোকে স্থানীয়/নিজস্ব সম্পদের উপর গুরুত্বারোপ করা উচিৎ।

৪. কোভিড ১৯ মহামারী পাওয়া আমাদের প্রধান শিক্ষা হলো- আমাদের বিদ্যমান খরচের কাঠামোটি নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। **আমাদেরকে 'বিলাসিতা' এবং 'প্রয়োজনীয়তা'র মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। আমাদের খরচের ধরনকে যেন জনসাধারণ ইতিবাচকভাবেই দেখে।** "আন্তর্জাতিক মান" শব্দটির পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন এবং স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ "স্থানীয় মান" বিবেচনা করতে হবে।

৫. **স্থানীয়করণের মৌলিক শর্ত হলো- স্থানীয় ভাষার ব্যবহার**। বাংলাদেশে স্থানীয়দের সাথে যোগাযোগের জন্য সবারই বাংলা ভাষা ব্যবহার করা উচিৎ। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিতে যথেষ্ট দক্ষ বাংলাদেশি কর্মী রয়েছে, যারা অনুবাদে সহায়তা করতে পারেন। স্থানীয় ভাষার ব্যবহার যোগাযোগের ব্যবধান কমিয়ে আনে এবং লেনদেনের খরচও হ্রাস করতে পারে।

৬. সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সুযোগ আছে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্থাগুলিকে সমৃদ্ধ করার। যেহেতু আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ জনসাধারণের অর্থে পরিচালিত হচ্ছে, তাদের প্রদত্ত সেবাগুলোকেও স্বার্থের সংঘাত থেকে মুক্ত থাকতে হবে। তাই আমরা সুশাসন বিকাশের লক্ষ্যে, একটি স্বচ্ছ এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করার স্বার্থে সকল ক্ষেত্রে **সবার অংশগ্রহণের সুযোগ সমৃদ্ধ ও স্বার্থের সংঘাতমুক্ত (ফ্রি ফ্রম কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট) একটি উন্মুক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার আহ্বান জানাই।**

৭. আমরা মনে করি, সরকারই উন্নয়ন কর্মসূচি এবং মানবিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রধান চালিকাশক্তি। আমাদের শক্তিশালী সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। এরপরেও সরকারকে বুঝতে হবে যে, সরকারের পক্ষেই সবকিছু সময় মতো করে ফেলা সম্ভব নয়, বিশেষ করে দুর্যোগ মোকাবেলায় কোনও সরকার এককভাবে কোথাও সফল হতে পারে না। **কিছু সরকারি সংস্থা স্থানীয় এনজিও / সিএসওকে অর্থায়ন করছে, এবং ও অংশীদারিত্ব শুরু করেছে। এনজিও / সিএসওগুলিকে অধিকতর জোরালো অর্থায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই।**

গ. সরকারের কাছ থেকে প্রত্যাশা

৮. নীতি নির্ধারকদের বিবেচনা করা উচিত যে, স্থানীয়করণ স্থানীয় কর্মসংস্থান এবং স্থানীয় অর্থনীতি বিকাশের একটি সহায়ক নীতি। স্থানীয়করণ **দেশীয় মালিকানা** প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৈদেশিক সহায়তার সুষম বণ্টনের মাধ্যমে স্থায়িত্বশীলতা, স্থানীয় অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা রাখছে। প্রকৃতপক্ষে, এটি দাতা দেশগুলোর করদাতাদেরও প্রত্যাশা। এগুলি উন্নয়ন কার্যকারিতা বিষয়ক ঘোষণাগুলোর (যেমন, মন্টেরেরি, প্যারিস, আকরা, বুসান এবং নাইরোবি ঘোষণার) মূল সারমর্ম।

৯. নেপাল, ইন্দোনেশিয়া এবং উগান্ডার সরকার এরই মধ্যে এই বিষয়ে কিছু নীতিগত পদক্ষেপ নিয়েছে। নইজেরিয়ার মতো কয়েকটি সরকার সেসব দেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত **স্থানীয়করণ নীতিমালা** গ্রহণ করেছে। আমরা আমাদের সরকারকেও অনুরূপ শক্তিশালী নীতিমালা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি, কারণ আমাদের অর্থমন্ত্রী জিপিইডিসির (গ্লোবাল পার্টনারশিপ অন ইফেকটিভ কো-অপারেশন) সহ-সভাপতি। এক্ষেত্রে আমাদের অগ্রণী হওয়া উচিত।

১০. আমরা মনে করি, ইআরডি (এক্সটার্নাল রিসোর্স ডিভিশন) এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রযুক্তি এবং জ্ঞান হস্তান্তর, স্থানীয় দক্ষতা বিকাশ এবং স্থানীয় কর্মসংস্থান বিকাশের মাধ্যমে **দেশের স্বার্থ সুরক্ষায় জন্য** কার্যকর স্থানীয়করণের নীতিমালা গ্রহণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। উল্লেখ্য যে, কিছু দেশে, বিশেষত নেপালে, আইএনজিও এবং ইউএন এজেন্সিগুলিকে মাঠ পর্যায়ে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয় কেবলমাত্র যদি সেই কাজ বা কর্মসূচিগুলো স্থানীয় এনজিও বা স্থানীয় সরকারের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

১১. সরকারকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচিতে **বিদেশি কর্মী যেন নিয়োগ করা হয় প্রকৃত চাহিদার বিপরীতে**, সরবরাহ করার তাগিদ থেকে নয়। বিদেশি নিয়োগ হতে হবে একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য, এর মূল লক্ষ্য হতে হবে প্রযুক্তিগত জ্ঞান হস্তান্তরের মাধ্যমে স্থানীয় সক্ষমতা বিকাশ করা।

১২. আক্রান্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে আশ্রয়দানকারী সরকারেরই প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করা উচিৎ। সুতরাং, আশ্রয়দানকারী দেশের সরকারকে ক্ষতিগ্রস্ত ও দরিদ্রদের জন্য **কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যবস্থাপনা খরচ এবং সেবা প্রদানের খরচের বিষয়টি তদারকি ও নজরদারি করতে হবে**, কারণ সাহায্যের অর্থের উপর সরকারের অধিকার রয়েছে এবং সরকার ক্ষতিগ্রস্ত ও দরিদ্র মানুষগুলোর স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। সমস্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার পরিচালন ব্যয়ের শতকরা হার এক অংকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। বর্তমানে 'বিলাসিতা' এবং 'প্রয়োজনীয়তা'র মধ্যে খুব বেশি, সুস্পষ্ট ব্যবধান না থাকার বিষয়টি সমালোচিত হচ্ছে, বিভিন্ন ব্যয় নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে।

১৩. বাংলাদেশী এনজিওগুলিকে "যতটুকু সম্ভব স্থানীয়, প্রয়োজানুযায়ী জাতীয় হওয়ার " নীতি বজায় রাখা উচিত। সরকারের উচিৎ বেসরকারি সংস্থাগুলিকে স্থানীয় পর্যায়ে, যেখানে তার এবং নেতৃত্বের উদ্ভব সেখানেই তার কার্যক্রম সীমিত রাখতে উৎসাহিত করা, যাতে করে স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব বিকশিত হয়। বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ করা উচিৎ হবে না।

ঘ. দাতাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা

১৪. আমাদের দেশে কয়েক দশক ধরে এনজিও / সিএসও-র বিকাশের ক্ষেত্রে দাতাগোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের স্থানীয় এনজিও / সিএসওগুলো তাদের পেশাদার পরিপক্কতার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসা পেয়েছে। সুতরাং, আমরা আমরা (দ্বিপক্ষীয় এবং বহুপক্ষীয়সহ) **কোনরকমের মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই সরাসরি সরাসরি স্থানীয় এনজিও / সিএসওগুলিতে অর্থায়নের জন্য দাতাদেরকে অনুরোধ করি**। একে অপরের কাছ থেকে শিখতে স্থানীয় এনজিও/সিএসওগুলোর নিজস্ব কনসোর্টিয়াম গঠনের এবং প্রতিযোগিতা করতে পারার সুযোগ থাকা উচিৎ।

১৫. **দাতাগোষ্ঠীসমূহের উচিৎ এমন স্থানীয় এনজিও/সিএসওকে অর্থায়ন করা যারা স্থানীয়করণ, অর্থ সহায়তার স্বচ্ছতা, এবং অংশগ্রহণের বিপ্লব এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চারটি নীতি, মানবিক ও উন্নয়নের যোগসূত্রের উপর উপর গুরুত্বারোপ করে থাকে।** সরবরাহের দিক বিবেচনায় অনেক আন্তর্জাতিক চুক্তি ও বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য পরিরক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে চাহিদা ভিত্তিক কর্মসূচি নীতি ও বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান গোছানোর ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

১৬. দাতাদের নিজেদের দেশ- নাগরিকের প্রতি জবাবদিহিতা রয়েছে, আমরা এই জবাবদিহিতাকে শ্রদ্ধা করি। গত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা, বিশেষত করে মহামারীর পরিস্থিতি বিবেচনা করে, দাতাদের উচিত জাতীয় পর্যায়ে একটি স্বনির্ভর এনজিও / সিএসও খাত প্রতিষ্ঠায় চেষ্টা করা। সুতরাং, **আমরা দাতাদের অনুরোধ করবো তারা যেন 'দক্ষতা ও যোগ্যতার নানান মাপকাঠি' এবং শর্তসমূহ পুনর্বিবেচনা ও শিথিল করে। বাংলাদেশে যোগ্যতার মাপকাঠি বা শর্ত আরোপ করতে হবে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র্য বাস্তবতাগুলো বিবেনচনায় নিয়ে।** স্থানীয় বাস্তবতার আলোকে 'সক্ষমতা বিকাশকে' 'সক্ষমতা বিনিময়ের' কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা উচিৎ।

ঙ. জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থাসমূহ এবং আন্তর্জাতিক এনজিওর (আইএনজিওর) কাছে প্রত্যাশা

১৭. **আমরা মানবিক ও উন্নয়ন সহযোগিতায় পরিপূরকতাা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী।** কোনও একটি সংস্থার পক্ষে সকল প্রয়োজনে সব কিছু করে ফেলার সক্ষমতা থাকা অসম্ভব। জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থাসমূহ এবং আইএনজিওগুলির অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মনিটরিং এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার ক্ষেত্রে বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত। স্থানীয় এনজিও/ সিএসও, যাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং পেশাদার পরিপক্কতা রয়েছে মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাদের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। এটি তাদের ধীরে ধীরে একটি স্বতন্ত্র এবং টেকসই খাত গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

১৮. আমরা বিশ্বাস করি যে, জাতিসংঘের সংস্থা এবং আইএনজিওগুলি বাংলাদেশে একটি সার্বভৌম এবং স্বাধীন এনজিও / সিএসও খাতের বিকাশ দেখতে চায়। সুতরাং, এই বিশ্বাসের আলোকে বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকার এবং স্থানীয় এনজিও / সিএসওগুলোকে সরাসরি দাতাদের সাথে আলোচনা করতে সক্ষম করে তুলতে জাতিসংঘ এবং আইএনজিওগুলির ভূমিকা প্রত্যাশা করি। **মধ্যস্থতাকারীদের বা মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকা পালন না করার বিষয়টি জাতিসংঘ এবং আইএনজিওদের বিবেচনা করার সময় এসেছে।**

১৯. অংশীদারিত্ব নির্বাচন এবং ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। প্রিন্সিপাল অব পার্টনারশিপ (২০০৭) অনুযায়ী সকল অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিৎ, কারণ জাতিসংঘের প্রায় সকল অঙ্গসংস্থা এই নীতিমালা প্রস্তুত এবং অনুস্বাক্ষর করেছে। **অংশীদারিত্ব নির্বাচনকে হওয়া উচিৎ দীর্ঘমেয়াদী এবং নির্দিষ্ট মানদন্ডভিত্তিক, যে মানদন্ড হবে স্থানীয় বাস্তবতা ভিত্তিক, স্বার্থের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত, স্বচ্ছ এবং প্রতিযোগিতামূলক। অন্যথায় অংশীদারিত্ব বরং পৃষ্ঠপোষক ও গ্রাহকের সম্পর্ক (পেট্রন-ক্লায়েন্ট রিলেশনশিপ) অনুশীলনকে পুনরুৎপাদন করবে এবং এই ধরনের সম্পর্ক দেশে আত্ম-মর্যাদাশীল স্বাধীন এনজিও / সিএসও বিকাশে বাধা সৃষ্টি করবে।**

২০. অর্থ সহায়তার স্বচ্ছতা ছাড়া বৈদেশিক সহায়তার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা কঠিন, এবং এটি ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কাঙ্ক্ষিত সেরা সেবাটি দেওয়া সম্ভব নয়। **আদর্শ মান নিশ্চিত করতে বেশকিছু প্রচলিত মানদন্ড আছে, যেমন- ইন্টারন্যাশনাল এইড ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ (আইএটিআই)। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন অনুসারে,** বাংলাদেশে নিবন্ধিত সমস্ত এনজিও এবং আইএনজিও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে বৈদেশিক অর্থ সহায়তা সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য।

যদিও, এমন একটি প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে, জাতিসংঘের সংস্থাগুলি মানবিক ও উন্নয়ন সহায়তার বিশাল একটি অংশ পেলেও (মোট বৈদেশিক সহগায়তার প্রায় ৬০%) তারা খুব কমই এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করে। জনগণের তহবিলের স্বচ্ছতা প্রকাশ করা জাতিসংঘের সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। **জাতিসংঘ অঙ্গ সংস্থাসমূহসহ, এনজিও এবং আইএনজিওসমূহকে আইএটিআই এবং তথ্য অধিকার আইন ন্যূনতম ব্যতিক্রম ছাড়াই অনুসরণ করা উচিত।**

২১. সকলের, বিশেষ করে জাতিসংঘের সংস্থা এবং আইএনজিওগুলির চলমান ব্যয় সংস্কৃতি নিয়ে জনসাধারণের উদ্বেগ রয়েছে। মহামারীর ফলে বৈদেশিক সহায়তা ক্রমেই হ্রাস পেতে পারে, এবং এটি রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। তুলনামূলকভাবে উন্নত মানব সম্পদ নিয়োগের প্রতিযোগিতার কারণে বেতন কাঠামো স্থানীয় এনজিওর গড় স্তরের তুলনায় ২৫০% বেড়ে গেছে। **ইউএন এজেন্সি এবং আইএনজিওসহ সকলকেই বিলাসিতা এবং প্রয়োজনীয়তা এবং বিলাসিতার মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করে বেতন কাঠামো এবং ব্যয় সংস্কৃতি পর্যালোচনা করা উচিত। যতটা সম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত ও দরিদ্রের কাছে সরাসরি অর্থ সহায়তা পৌঁছানোর্টা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।**

২২. আমরা বহুজনীনতায় বিশ্বাস করি, কোভিড ১৯ মহামারীর কারণে সৃষ্ট একত্ববাদ এবং সুরক্ষাবাদের উত্থানে আমরা উদ্বিগ্ন-ভীত। আমরা বহুপাক্ষিকতার চেতনা ধরে রাখতে জাতিসংঘকে সমর্থন করি। **আমরা আশা করি জাতিসংঘ মানবিক ও উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ার পরিবর্তে মানবাধিকার এবং টেকসই শান্তি বিকাশের উপর জোর দিবে, যা কিনা তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।** আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি যে, যেখানে স্থানীয় এনজিও / সিএসও শক্তিশালী এবং পরিপক্ক সেখানে জাতিসংঘকে প্রত্যক্ষভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন থেকে সরে আসতে হবে। সিএসও-র সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে জাতিসংঘের অনেকগুলি নীতিমালা রয়েছে, বিশেষত তাদের অভিবাসন ও শরণার্থী সম্পর্কিত দুটি বৈশ্বিক চুক্তি (গ্লোবাল কম্প্যাক্ট) রয়েছে। ইউএন এজেন্সিগুলির উচিৎ "**এনজিও / সিএসও প্রতিস্থাপনের পরিবর্তে, বিদ্যমান এনজিও/সিএসওগুলোকে শক্তিশালী করা** "।